সমকাল

তারিখ 5 FEB 2014
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চট্টগ্রামে সমকালের মতবিনিময় সভায় বক্তারা

সমস্যা অনেক তবুও এগিয়ে যাচ্ছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

দক্ষ শিক্ষক ও গবেষণার অভাব, ব্যবসায়িক স্বার্থ এবং রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে উচ্চশিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এ অবস্থায় শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ালেই চলবে না, শিক্ষার মানও নিশ্চিত করতে হবে। সমকাল চট্টগ্রাম ব্যুরো আয়োজিত 'উচ্চশিক্ষায় সংকট : কোন পথে উত্তরণ' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। বক্তারা আরও বলেন, উচ্চশিক্ষায় বিদ্যমান নানা সমস্যা এবং সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এগিয়ে যাচ্ছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১১টায় সমকাল চট্টগ্রাম ব্যুরো অফিসের সেমিনার কক্ষে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে চট্টগ্রামের প্রথম সারির আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও প্রতিষ্ঠাতারা অংশ নেন।

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন সমকাল সম্পাদক গোলাম সারওয়ার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমকালের নির্বাহী পরিচালক মেজর জেনারেল (অব.) এস এম শাহাব উদ্দিন। আলোচনায় অংশ নেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আনোয়ারুল আজিম আরিফ, ইস্ট ডেল্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর সিকান্দার খান, পোর্ট সিটি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ১ ● ছবি পৃষ্ঠা-২

সমস্যা অনেক তবুও এগিয়ে যাচ্ছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

প্রফেসর ড. নুরুল আনোয়ার, বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটির ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য প্রফেসর রণজিৎ কুমার ধর, চিটাগাং ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. ইরশাদ কামাল খান, সাদার্ন ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রেজারার সারোয়ার জাহান, কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা লায়ন মুজিবুর রহমান ও শিক্ষার্থী প্রতিনিধি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মাকসুদুল জাহান জনি। অনুষ্ঠান চলাকালে একুশে পদক পাওয়ায় সমকাল সম্পাদক গোলাম সারওয়ারকে ক্রেস্ট উপহার দেন আমন্ত্রিত অতিথিরা।

কাঁটাতারের বেড়া না দিয়ে উচ্চশিক্ষার এ মহাসড়ক উন্মুক্ত করার আহ্বান জানিয়ে সমকাল সম্পাদক গোলাম সারওয়ার বলেন, 'প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার ফলে এখন লাখ লাখ শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। আবার মানহীন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। বিদ্যমান সমস্যাগুলো সমাধান করে উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিত করতে হবে। উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে এ দায়িত্ব নিতে হবে।' তিনি বলেন, 'শুধু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় নয়, অনেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিশাল অবদানও রয়েছে।'

আলোচনায় অংশ নিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) উপাচার্য প্রফেসর আনোয়ারুল আজিম আরিফ বলেন, 'উচ্চশিক্ষায় সংকট বহুমুখী। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি বরাদ্দ খুবই কম। শিক্ষকদের কেবল বেতন-ভাতা দেওয়া হয়। গবেষণা করার জন্য তেমন কিছুই থাকে না।' তিনি বলেন, 'একসময় দেশে উচ্চশিক্ষা প্রদানের প্রতিষ্ঠান ছিল হাতেগোনা। এখন দেশে ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও ৭৭টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। তার পরও শিক্ষকসহ নানা সংকট রয়েছে। মান নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে না। শিক্ষার মান কমে গেছে ঢালাওভাবে বলাটাও ঠিক নয়।'

ইস্ট ডেল্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর সিকান্দার খান বলেন, 'এখন ২ দশমিক ৫ পয়েন্ট পেলেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হয়। ভর্তিতে ক্ষেত্রবিশেষে এর কম জিপিএ পাওয়াদেরও সুযোগ দেওয়া হয়। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে পর্যাপ্ত মানসম্মত শিক্ষক ও গবেষকও বের হচ্ছে না। এর ফলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়লেও গুণগত দিক থেকে পিছিয়ে পড়ছে।'

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আরও বেশি করে মৌলিক জ্ঞান চর্চার আহ্বান জানিয়ে পোর্ট সিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নুরুল আনোয়ার বলেন, 'জনসংখ্যার অনুপাতে দেশে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুবই কম। উচ্চশিক্ষার মান বাড়াতে হলে শিক্ষকদের আরও বেশি সৃজনশীলতা চর্চা করতে হবে।' তিনি বলেন, 'দেশের পরিবর্তে বিদেশের জার্নালে গবেষণা ও নিবন্ধন প্রকাশে শিক্ষকরা বেশি আগ্রহী। এ মানসিকতা পরিহার করতে হবে।'

বিজিসি ট্রাস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য প্রফেসর রণজিৎ কুমার ধর বলেন, 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় তদারককারী প্রতিষ্ঠান ইউজিসি কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি চিঠি পাঠিয়েই তাদের দায়িত্ব শেষ করেন। এরপর আর তারা কোনো খবর রাখেন না। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মনিটরিংয়ের দায়িত্বে থাকলেও ইউজিসি কর্তৃপক্ষ বছরে একবারও বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিদর্শনে আসেন না।'

চিটাগাং ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির (সিআইইউ) উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ইরশাদ কামাল খান বলেন, 'প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকল্প নয়; বরং একে অন্যের পরিপূরক। দুই ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সহযোগিতার ক্ষেত্র বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।'

মতবিনিময় সভায় সাদার্ন ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রেজারার সারওয়ার জাহান বলেন, 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আসার পর উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি হয়েছে। এর পরও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সার্টিফিকেটসর্বস্ব বিশ্ববিদ্যালয় বলে অভিযোগ করা হয়। এটা ঠিক নয়।'

কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা লায়ন মুজিবুর রহমান বলেন, 'প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করছে। আগে উচ্চশিক্ষার জন্য অনেকেই বিদেশে পাড়ি জমাত। এখন মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হওয়ায় শিক্ষার্থীরা দেশেই উচ্চশিক্ষা লাভ করছে। ফলে দেশের প্রচুর অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে।'

সমকালের নির্বাহী সম্পাদক মেজর জেনারেল (অব.) এস এম শাহাব উদ্দিন বলেন, 'সমকাল শুরু থেকে চট্টগ্রামকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। চট্টগ্রামের সংবাদ বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। চট্টগ্রামকে নিয়ে সমকালের বিশেষ পরিকল্পনাও রয়েছে। এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমরা সবার সহযোগিতা চাই।' তিনি বলেন, 'চট্টগ্রামের উন্নয়ন মানে পুরো দেশের উন্নয়ন। আমরা চাই, চট্টগ্রাম সত্যিকার অর্থে বাণিজ্যিক রাজধানী হোক। চট্টগ্রাম বন্দর আধুনিকায়ন হোক।'

অনুষ্ঠানের সঞ্চালক সমকালের চট্টগ্রাম ব্যুরো প্রধান সারোয়ার সুমন বলেন, 'উচ্চশিক্ষার মান নিয়ে রয়েছে নানা মত। কারও মতে, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হচ্ছে না গবেষণা। বাড়ছে না পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। তাই ক্রমেই বাড়ছে মানহীন বিশ্ববিদ্যালয়। বিতর্ক আছে খোদ ইউজিসির কার্যক্রম নিয়েও। উচ্চশিক্ষায় বিদ্যমান এসব সমস্যা ও সংকট চিহ্নিত করতে সমকাল আয়োজন করে এ মতবিনিময় সভার।'

মতবিনিময় সভায় শিক্ষার্থী প্রতিনিধি ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী মাকসুদুল জাহান জনি বলেন, 'বেশিরভাগ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা ও চট্টগ্রামে অবস্থিত। উচ্চশিক্ষার প্রসারে এ আঞ্চলিক বৈষম্য কমানো প্রয়োজন।'

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন সমকালের ডিজিএম (মার্কেটিং) সুজিত কুমার দাশ, চট্টগ্রাম ব্যুরোর সিনিয়র রিপোর্টার তৌফিকুল ইসলাম বাবর, সিনিয়র সাব এডিটর বিশ্বজিত বণিক, সিনিয়র সাব এডিটর স্বপন কুমার মল্লিক, স্টাফ রিপোর্টার রুবেল খান, রিপোর্টার আহমেদ কুতুব, নোমান আবদুল্লাহ, সিমু দে, মো. সালাহ উদ্দিন, আনোয়ার রোজেন প্রমুখ।